মহেশখালী যেতে ভিসা লাগেনা

কর্ণফুলী রিপোর্ট

বাংলাদেশে মাত্র দেড়বছরের কোর্স করে এখন যে কেউ অষ্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসতে পারে। মাত্র এক তৃতিয়াংশ খরচে বাংলাদেশে বসেই ছাত্র/ছাত্রীরা অষ্ট্রেলিয়ান শিক্ষা-সনদ পাবেন। আর এ সুযোগটা করে দিয়েছেন সিডনীস্থ একজন প্রখ্যাত বাংলাদেশী ও কমিউনিটি ওয়ার্কার ড: রশিদ রাশেদ। সম্পূর্ন তার ব্যক্তিগত উদ্যেগে তিনি তার জন্মস্থান বাংলাদেশস্থ মহেশখালী দ্বীপে প্রতিষ্ঠা করেছেন একটি অত্যাধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। নাম দিয়েছেন 'লীডারশীপ ইউনিভার্সিটি কলেজ'। জেনে রাখা ভালো যে মহেশখালী এখন আর দ্বীপ নয়, মাত্র ৩ ঘন্টায় চট্টগ্রাম শহরের মূল কেন্দ্র থেকে কলেজের আঙিনায় পৌছানো যায়। সমুদ্রসৈকত রাজ্য কক্সবাজার থেকে স্পীডবোটে মাত্র ১০ মিনিট দুরত্ব। তাছাড়া এটি সম্পূর্ণ একটি আবাসিক কলেজ এবং আন্তর্জাল ব্যবস্থার জন্যে থাকবেন ইউ.এন.ডি.পি কর্তৃক প্রদত্ত ব্রডব্যন্ড সুবিধা। অষ্ট্রেলিয়ান মানসম্পন্ন ১০০ কম্পিউটার ও স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর সহ একটি অত্যাধুনিক কর্মশালা থাকবে এ কলেজে। সিডনীর একটি টেফ কলেজের সাথে যৌথ উদ্যেগে এ প্রকল্পটি শুরু হয়েছে। শিক্ষার গুনগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অষ্ট্রেলিয়ান টেফ (এন.এস.ডাব্লিউ) এর নিযুক্তকৃত একজন 'ডাইরেক্টর অব ষ্টাডিজ' স্বশরীরে সর্বদা মহেশখালী ক্যাম্পাসে উপস্থিত থাকবেন। উক্ত কলেজ থেকে প্রতি বছর দরীদ্র অথচ মেধাবী ১৫ জন ছাত্র/ছাত্রীদেরকে সম্পুর্ন স্কলারশীপ দেয়া হবে। অষ্ট্রেলিয়ান টেফ এর তত্বাবধানে পরিচালিত এ কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করে একজন ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর যেকোন দেশে অষ্ট্রেলিয় মানের সনদ নিয়ে পেশাভিত্তিক কাজ করতে পারবেন বলে চেয়ারম্যান বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ, ড: রশিদ রাশেদ জানিয়েছেন। তাছাড়া, উক্ত কলেজ থেকে আই.টি তে দেড় বছরের ডিপ্লোমা নিয়ে ছাত্র/ছাত্রীরা তাৎক্ষনিক অষ্ট্রেলিয়ান কম্পিউটার সোসাইটির সদস্য পদ লাভ করার সুযোগ পাবেন এবং ভবিষ্যতে অষ্ট্রেলিয়াতে মাইগ্রেশন পাওয়ার উপযোগী বলে গন্য হবেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রচুর দরীদ্র অথচ মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীরা প্রবাসে উচ্চতর লেখাপড়ার সুযোগ পাবেন বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে উক্ত কলেজের সদ্য নিয়োগকৃত চারজন তরুন শিক্ষক অষ্ট্রেলিয়াতে হাতে কলমে শিক্ষা নেয়ার জন্যে তিন মাসের ট্রেনিংএ এসেছেন। আগামী ডিসেম্বর ২০০৬ তাদের ট্রেনিং সমাপ্ত পর তারা মহেশখালী টেফ ক্যাম্পাস (লীডারশীপ ইউনিভার্সিটি কলেজ) এ ফিরে যাবেন। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত তথ্য জানার জন্যে যে কেউ ড: রশিদ রাশেদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। যেকোন অভিভাবক বাংলাদেশে তাদের আত্মিয় স্বজনদের ভর্তির ব্যাপারে ড: রাশেদের সাথে সিডনীতেই আলোচনা করে নিতে পারেন। তাঁর যোগাযোগ নাম্বার, মোবাইল # ০৪০৬৩১৩২৯৩ অথবা ইমেইল # r.raashed@optusnet.com.au. আগামীতে এ বিষয়ে আরো দেখুন বিষদ বিবরন সহ কর্ণফুলীর একটি প্রতিবেদন।

সিডনীতে ট্রেনিংয়ে আগত মেধাবী ও চৌকষ চারজন শিক্ষকের মাঝে লীডারশীপ ইউনিভার্সিটি কলেজের চেয়ারম্যান ড: রশিদ রাশেদ